প্রাথমিক শিক্ষার মান অর্জনে
স্থানীয় ব্যবস্থাপনা ও জনঅংশগ্রহণ ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (পিপিএ)-২০০৬
খলিলনগর ইউনিয়ন

কমনওয়েল্থ এডুকেশন ফান্ড (সিইএফ)
উত্তরণ
তালা, সাতক্ষীরা

উত্তরণ

cef

স্থানীয় ব্যবস্থাপনা ও জনঅংশগ্রহণ ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (পিপিএ)-২০০৬

তথ্য সংগ্রহ ও রিপোর্ট প্রণয়ন

অখিল রঞ্জন বারুরী
হাসিনা পারভীন
খান মোঃ শাহ আলম

সম্পাদনা

হাসেম আলী ফকির

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর-২০০৬

প্রকাশনা

উত্তরণ
তালা, সাতক্ষীরা।

সহায়তা

কমনওয়েল্থ এডুকেশন ফাণ্ড

গ্রাফিক্স

অংকুর, ৫০ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।

মুদ্রণে

প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস,
৪৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।
ফোন ঃ ০৪১-৮১০৯৫৭

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

উত্তরণ
তালা,সাতক্ষীরা
মোবাইলঃ ০৭১১১৮২৩৪৪
ফোনঃ ০৪৭১-৬৪০০৬ Ext: ২৮৩

e-mail : uttkhulna@yahoo.com, uttaran@bdonline.com

খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদের বক্তব্য ঃ

সাধারণ গ্রামীণ জনগনের কল্যানে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের কাছে জনগনের প্রত্যাশা অনেক। কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে জনগনের সেই প্রত্যাশা যথেষ্ট পরিমান পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ জনগণ হতে অনেক দূরে অবস্থান করছে।

উত্তরণ কমনওয়েল্থ এডুকেশন ফাণ্ডের সহযোগিতায় **স্থানীয় ব্যবস্থাপনা ও জনঅংশগ্রহণ ভিত্তিক একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে**। পরিকল্পনাটি শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। ফলে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঐসব ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ হবে আন্তরিক এটি আশা করা যায়। ইতিমধ্যে খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউনিয়নের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সার্বিক উন্নয়নের কাজ অব্যাহত আছে। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত ও সমৃদ্ধ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক ষ্টান্ডিং কমিটির মধ্যে যথেষ্ট গতির সঞ্চার হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। আশা করি সে লক্ষ্য পূরণে আমরা সক্ষম হব।

প্রকৃতপক্ষে যে কোন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে প্রয়োজন স্ব শাসনের ক্ষমতা অর্জন। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো স্থানীয় উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। যদি কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্ধ পাওয়া সম্ভব হতো এবং স্কুলগুলোকে প্রশাসনের উপর থেকে অধিক নির্ভরশীলতা হ্রাস করা যেতো তাহলে আমাদের পরিচালিত উদ্যোগ আরও গতিশীল হতো।

এ ধরণের কাজে সহযোগিতা করার জন্য একশন এইড বাংলাদেশ ও উত্তরণকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সাথে সাথে পরিষদের সকল সদস্য-সদস্যাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা সকলে মিলে যে পরিকল্পনাটি তৈরী করেছি তা সুষ্ঠুভাবে সকলে মিলে বাস্তবায়ন করবো এই আশারাখি।

ধন্যবাদান্তে -
(প্রভাষক প্রণব ঘোষ বাবলু)
চেয়ারম্যান
১২ নং খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদ
তালা,সাতক্ষীরা।

পরিচালকের কথা

উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী বলেন,"মানুষের সম্ভাবনার বিকাশই হলো উন্নয়ন" এবং আমরা সবাই নিশ্চয়ই একমত যে,মানুষের এই অমিত সম্ভাবনার বিকাশ শুধুমাত্র সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমে। বলা যায় ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন সকল পেশার এবং শ্রেণীর মানুষের সম্ভাবনা বিকাশের সর্বোত্তম সুযোগ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং রাষ্ট্র জনগনের শিক্ষার তথা সম্ভাবনা বিকাশের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনতা অর্জনের ৩৫ বছর পরেও সেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি এবং সকল নাগরিক শিক্ষার সুযোগ পায়নি। সরকারী হিসাব মতে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ৬২% হলেও এডুকেশন ওয়াচ এর রিপোর্ট অনুসারে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪১.০৪%। তাই সাক্ষরতার হার নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। এছাড়া শিক্ষার গুনগত মান নিয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে।

যদিও পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে,যেমনঃ আইডিয়াল প্রকল্প,উপবৃত্তি,পিইডিপি-২ ইত্যাদি। কিন্তু এর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচ্চ হারে ঝরে পড়া ও পুনরাবৃত্তি কোনটাই রোধ করা যায়নি। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে,স্বাধীনতা উত্তরকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের (৮৬%) সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাথমিক বিদ্যালয় (৬০%) প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। সামগ্রিক বিবেচনায় তাই বলা যায়,স্বাধীনতা উত্তরকালে শিক্ষার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও মোট নিরক্ষর জনসংখ্যার হার কমেনি বরং তা বেড়েছে।

উল্লেখ্য তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশ তাদের জাতীয় আয়ের ৪ হতে ৫ শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করে থাকে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যয়ের পরিমান মাত্র ১ হতে ২ শতাংশ। অন্যদিকে উন্নত বিশ্ব তাদের উন্নয়নের গতিকে অপ্রতিরোধ্য রাখার জন্য শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের ৬ হতে ৮ শতাংশ ব্যয় করে থাকে। শিক্ষাখাতে সরকারের স্বল্প ব্যয় বরাদ্ধ এবং সুকৌশলে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখাই বাংলাদেশে বিদ্যমান দরিদ্রতার প্রধান কারণ।

"বিল্ডিং কমিউনিটি ক্যাপাসিটি ফর সাসটেইনএ্যাবল প্রাইমারী এডুকেশন" প্রকল্পের আওতায় খলিলনগর ইউনিয়ন ব্যাপী একটি জনঅংশগ্রহন ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা,এসএমসি-র সদস্যবৃন্দ, শিক্ষার্থীবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এক্ষেত্রে তালা উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। আমরা আশা করছি জনগণের পক্ষ থেকে যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে এলাকায় গণ জাগরণ সৃষ্টি হবে এবং এক্ষেত্রে খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবে। একাজে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য একশন এইড বাংলাদেশ-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার সাথে সংশ্লিষ্ট এ্যাডভোকেসি গ্রুপের সদস্য, সিইএফ কর্মকর্তা অখিল রঞ্জন বারুরী, হাসিনা পারভীন, খান মোঃ শাহ আলম এবং উত্তরণ এর শিক্ষা কর্মসূচীর সমন্বয়কারী শহীদুল্লাহ ওসমানী-কে। এছাড়াও রিপোর্ট প্রণয়নে আন্তরিকভাবে সম্পাদনা করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব হাসেম আলী ফকিরকে। আমরা আশা করি সকলে মিলে প্রনীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফল হবো।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক
উত্তরণ
তালা, সাতক্ষীরা।

সূচিপত্র ঃ

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে	৬
১.১	স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনকে সক্রিয় করা।	
১.২	ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিশ্চিত করা	
১.৩	অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে মালিকানা সৃষ্টি করা।	
১.১.১	স্কুল ম্যানেজিং কমিটি।	
১.১.২	উপজেলা শিক্ষা কমিটি।	
১.১.৩	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন	
২।	কমনওয়েল্থ এডুকেশন ফাণ্ড (সিইএফ)	১২
৩।	জনঅংশগ্রহণ ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	
৩.১	কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্য	
৩.২	উদ্দেশ্য	
৩.৩	কার্যক্রম এলাকা	
৪।	কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া	১৪
৪.১	এ্যাডভোকেসি গ্রুপ গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন	
৪.২	জাতীয় কর্মপরিকল্পনা- উপস্থাপন	
৪.২.১	মতামত বিনিময় সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা	
৪.২.২	প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ	
৪.২.৩	শিবরাম আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা	
৪.২.৪	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-২	
৪.২.৫	জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ উপস্থাপন ও এ বিষয়ে মতামত গ্রহণ	
৪.২.৬	হতদরিদ্র,প্রতিবন্ধী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর সমস্যা ও করনীয় নির্ধারণ	
৪.২.৭	স্থানীয় জনগণের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ	
৫।	জনগণের কর্মপরিকল্পনা-২০০৬	২৮
৬।	জনগণের তৈরী পরিকল্পনা বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সাথে মতবিনিময়।	২৯
৭।	কেস ষ্টাডিঃ খলিলনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০

১. কার্যক্রমের প্রেক্ষিতঃ

সহস্রাব্দের উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশুকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি বিশ্ববাসীর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারও অঙ্গীকারাবদ্ধ। পিআরএসপি-তেও সরকার তার এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। তাছাড়া শিশুর অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত সনদে বাংলাদেশ অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এই সনদেও সকল শিশুর মানসম্মত শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এদিকে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারের তরফ থেকে নানাবিধ কর্মপরিকল্পনা এবং একই সাথে বেসরকারী সংস্থাসহ নাগরিক সমাজের মধ্যে বহুবিধ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু যে সমস্ত অঙ্গীকার করা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে কিনা সে বিষয়ে ইতিমধ্যে সরকার ও বিভিন্ন মহলের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের দ্বিধা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। ২০১৫ সালের ভিতরে সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের পথে প্রধান বাঁধা বা অন্তরায়সমূহ নিম্নরূপঃ

বাঁধাসমূহঃ

- নিম্ন ভর্তি হার
- উচ্চ হারে ঝরে পড়া
- পুনরাবৃত্তি
- উপস্থিতির হার কম ইত্যাদি।

বাঁধা নিরসনের অন্তরায়সমূহঃ

- ভৌত অবকাঠামোগত কারণে দুই শিফ্‌টে ক্লাস হওয়া।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ের অধিভূক্ত এলাকা সঠিকভাবে নির্ধারণ বা জরিপ না করা।
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকা এবং শিক্ষকদের দক্ষতার সীমাবদ্ধতা।
- শিক্ষক নির্ভর পাঠদান পদ্ধতি।
- সঠিক সময়ে বই না পাওয়া।
- বাৎসরিক পাঠদান সময় কম হওয়া।
- স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কার্যকরী ভূমিকা না থাকা।
- স্থানীয় জনগণ ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্রিয় অংশহগ্রহণের সীমাবদ্ধতা।
- দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকা।
- প্রতিবন্ধী ও অন্ত্যজ জনগোষ্টির জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি না করা।
- কেন্দ্র নির্ভর শিক্ষা প্রশাসন।

যদিও সরকার এসব সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ (এনপিএ-২) এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিইডিপি-২) ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ করেছে তবুও সমস্যা অতিক্রমের জন্য তা যথেষ্ট কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এনপিএ-২ তে স্পষ্টভাবে সরকার উল্লেখ করেছে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রকৃত ভর্তি ও স্কুল সম্পন্ন করার হার ৯৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে। অতীতেও এধরণের বহু লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছিল। কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনা, জনগণের অংশগ্রহণ ও যথার্থ পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় ঐসব লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে গন্য হয়েছে। সে কারণে বাস্তবতার আলোকে আমাদের ভেবে দেখতে হবে এনপিএ-২ এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকৃতপক্ষে আমাদের করনীয় কি?

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথমবারের মত মে' ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ১৯ সদস্যবিশিষ্ট এই শিক্ষা কমিশনের নেতৃত্ব দেন ডঃ মুহাম্মদ কুদরত-ই-খূদা। এই রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনের রূপরেখাটিও দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পর ইতিমধ্যে প্রায় ৩২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়কালে বারবার সরকার পরিবর্তন হয়েছে। প্রত্যেক সরকারই পৃথকভাবে শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে। গঠিত শিক্ষা কমিশনও সরকারকে তার রিপোর্ট প্রদান করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দেশে পূর্ণাঙ্গ কোন শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়নি। বিগত তিন দশকের বেশি সময় জুড়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাটি পরিচালিত হচ্ছে এডহক ভিত্তিতে এবং তা খুবই কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশ সচিবালয় নির্ভর। কেন্দ্রীয় সচিবালয় থেকে মাঝে মাঝে পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, নির্দেশনা ইত্যাদি জারি করা হয়। তারই উপর নির্ভর করে মাঠপর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এমনকি স্থানীয়ভাবে একটি বিদ্যালয়ের ক্লাসের সময়সূচী সম্পর্কেও কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত স্কুল পর্যায়ে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এখানে জনগনের অংশগ্রহণের সুযোগ খুবই সীমিত। এমনকি স্থানীয় সরকারের ভূমিকাও কার্যত শূন্য। বর্ণিত পরিস্থিতি বিশ্লেষন করে উত্তরণ মনে করে প্রাথমিক শিক্ষায় যদি স্থানীয় সরকার ও জনগণের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা যায় এবং শিক্ষা প্রশাসনকে সক্রিয় করে সকল কাজের সমন্বয় ঘটানো যায় তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

এ লক্ষ্যে উত্তরণ ২০০৩ সাল থেকে তালা উপজেলার খলিলনগর ইউনিয়নের ২০ টি স্কুলে কমনওয়েল্থ এডুকেশন ফাণ্ডের সহযোগীতায় পরীক্ষামূলক একটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে উত্তরনের কার্যক্রম হলো তিনটি ক্ষেত্রকে সক্রিয় করা এবং পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। আর তা হলোঃ

১.১ স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনকে সক্রিয় করা।
১.২ ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা নিশ্চিত করা এবং
১.৩ অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে মালিকানা সৃষ্টি করা।

এ তিনটি বিষয়ের বর্তমান অবস্থা তথাঃ দুর্বলতা, সবলতা এবং সীমাবদ্ধতাসমূহ কি ধরণের এবং তার অন্তর্নিহীত কারণসমূহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং তারই আলোকে করনীয় নির্ধারণ করতে হবে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচিত হলোঃ

১.১ স্থানীয় শিক্ষা কাঠামোঃ

১.১.১ স্কুল ম্যানেজিং কমিটি।
১.১.২ উপজেলা শিক্ষা কমিটি।
১.১.৩ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন।

১.১.১ স্কুল ম্যানেজিং কমিটি (এসএমসি)ঃ

প্রতিটি বিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য রয়েছে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি (এসএমসি)। ম্যানেজিং কমিটির পদ হলো সভাপতি -১, সদস্য সচিব -১, মহিলা সদস্য -১ ও অন্যান্য -৮জন, মোট ১১ সদস্য বিশিষ্ট। প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য সচিব নির্বাচিত হয়ে থাকেন, অন্যান্য সদস্যরা সবাই হলো স্থানীয় পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব যারা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসাবেও পরিচিত। কমিটি গঠিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এমপি কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়ে থাকে। কমিটির মেয়াদকাল ২ বছর এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ মাস পূর্বে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নতুন কমিটি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন।

ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী ঃ

- প্রতি মাসে কমিটির মাসিক সভা করা।
- শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক-ছাত্রের উপস্থিতি, শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কর্তব্য পরায়নতা, পাঠদান বিষয়ের উপর ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরী করা ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- পরিবেশ উন্নয়নমূলক কাজ, শিশু ভর্তি, উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং ঝরে পড়া রোধ করা।
- বিদ্যালয় সংস্কার ও মেরামত কাজের সমাপ্তি প্রতিবেদনে স্বাক্ষর নিশ্চিত করা।
- পাঠ্যপুস্তক, উপবৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণে সহায়তা করা।

কিন্তু অধিকাংশ মাসেই এসএমসি-এর কোন আনুষ্ঠানিক সভা অনুষ্ঠিত হয় না। কারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা ঠিকমত উপস্থিত হন না বা কখনও কখনও আদৌ কোন সভা হয় না বলে প্রধান শিক্ষক প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতার কারণে সভার কার্যবিবরণী লিখে সদস্যদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে থাকেন। তবে কোন কোন স্কুলে এর ব্যতিক্রমও আছে। বাস্তবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না। এমনকি বিধি মোতাবেক এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যকে কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার কথা থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োগ হয়না। কমিটির সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রায়ই অপরাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এছাড়া স্কুলে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, অব্যবস্থাপনা, দায়িত্বহীনতার প্রতি লক্ষ্য রাখা কমিটির দায়িত্ব হলেও এ সম্পর্কে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের কোন ক্ষমতা তাদের নেই।

১.১.২ উপজেলা শিক্ষা কমিটিঃ

শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য উপজেলা ভিত্তিক বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ হলেনঃ পদাধিকার বলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সভাপতি, উপজেলা শিক্ষা অফিসার সদস্যসচিব, সদস্যরা হলেন যথাক্রমে উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের অনুমোদিত একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং জেলা শিক্ষা অফিস কর্তৃক অনুমোদিত একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, একজন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, একজন রেজিষ্টার্ড বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক, একজন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, একজন বিদ্যোৎসাহী পুরুষ শিক্ষক ও একজন বিদ্যোৎসাহী মহিলা শিক্ষক। কমিটির মেয়াদকাল ২ বছর এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ মাস পূর্বে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নতুন কমিটি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন।

উপজেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

- প্রতি মাসে কমিটির মাসিক সভা করা ।
- উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ।
- সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী শিক্ষা অফিসার কর্তৃক প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা ।
- প্রয়োজনবোধে কমিটির সদস্যগণ একক অথবা যৌথভাবে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট প্রদান করা।
- উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়নকল্পে বিদ্যালয় পুনঃনির্মান ও মেরামতের জন্য অগ্রাধিকার তালিকা প্রনয়ন ।
- উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন এলাকা চিহ্নিত করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাহিদা নিরূপণ করতঃ নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্থান নির্ধারণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ।
- উপজেলাস্থ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান।
- উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি সংখ্যা বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগ রোধ, ৬-১০ বছর বয়সী সকল শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিশু জরিপের সঠিকতা যাচাই ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটি বিকেন্দ্রীকরণের দাবী দীর্ঘদিনের কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে গঠিত এই শিক্ষা কমিটিতে জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহন খুবই সীমিত অর্থাৎ ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে মাত্র ১ জন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অন্তর্ভূক্ত আছেন। কমিটির গঠন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব সক্রিয় থাকে। দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও কমিটির সদস্যগণ নিয়মিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করে কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রদান করেনা। উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি সংখ্যা বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় ত্যাগ রোধ, ৬-১০ বছর বয়সী সকল শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, শিশু জরিপের সঠিকতা যাচাই ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গৃহীত হয় না। তালা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির গত এক বছরের সভার কার্যবিবরনী পর্যালোচনা করে দেখা যায় কমিটির মিটিং অনিয়মিত এবং কোন কোন বছরে মাত্র ২/১ বার মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া মিটিং-এ কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি যথেষ্ট কম যদিও প্রতিমাসে একটি করে সভা করার কথা সুর্নিদিষ্টভাবে বলা আছে। তবে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও রেজিষ্ট্রেশন এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিটির ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় এবং এ ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে।

১.১.৩ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ঃ

বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি উপজেলা শিক্ষা অফিস আছে যা উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন নামে পরিচিত। যেখানে একজন উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও প্রতি দুটি ইউনিয়নের জন্য একজন সহকারী শিক্ষা অফিসার এবং অন্যান্য দাপ্তরিক কর্মচারীগণ রয়েছেন। উক্ত শিক্ষা প্রশাসন উপজেলা পর্যায়ে তাদের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ এবং মাঠ পর্যায়ে সকলের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত। নিম্নে উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ করা হলোঃ

- উপজেলা ভিত্তিক ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি শিক্ষা কমিটি গঠন করে প্রতি মাসে কমিটির একটি মিটিং অনুষ্ঠিত করা।
- সরকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বদলীর প্রস্তাব, টাইমস্কেল, ইবি ক্রম, ভবন নির্মান, পুনঃনির্মাণ, সংস্কার কাজ, শিক্ষকদের পুরস্কার ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি প্রদান।
- উপজেলা শিক্ষা অফিসার মাসে কমপক্ষে তিনটি বিদ্যালয় এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মাসে কমপক্ষে ১০টি বিদ্যালয়ে পরিবীক্ষণে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট ফরমেট পূরণ করবেন।
- সকল শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি দুইমাস অন্তর একটা সাব ক্লাষ্টার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- প্রধান শিক্ষকদের নৈমিত্তিক ছুটির অনুমোদন করা।
- প্রধান শিক্ষকদের সাথে প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয় সভা করা।
- শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন, বোনাস ও অন্যান্য ভাতাদি পাশ করা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পেনশন, গ্রাচুইটি ইত্যাদি বিল পাশ করা।
- প্রতিমাসে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সমন্বয় সভায় যোগদান করা।
- উপবৃত্তি বিষয়ে কাজ করা।
- বিদ্যালয় ভিত্তিক এসএমসি সহ অন্যান্য কমিটির গঠন কাজে সহযোগিতা করা।
- বৃত্তি পরীক্ষাসহ বৃত্তির মডেল টেষ্ট পরিচালনা করা।
- নিয়মিতভাবে হোম ভিজিট করা।
- শিক্ষাপক্ষ উদযাপন, বই, শিক্ষা উপকরণ, মিনা বইসহ অন্যান্য গল্পের বই বিতরণ করা।
- বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে যাবতীয় তথ্য পর্যবেক্ষণ করা।
- বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন জাতীয় প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা।
- বিদ্যালয়ের স্থানীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা।

বর্তমান ব্যবস্থায় উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী সকল সিদ্ধান্ত এবং কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের মুখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রশাসনের উপরোক্ত কার্যতালিকার সকল বিষয়াবলী তাদের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। তবে দৈনন্দিন বিষয়াদি যেমনঃ বেতন, বোনাস, পেনশন, গ্রাচুইটি, মাসিকসভা, নৈমিত্তিক ছুটি ইত্যাদি বিষয়গুলো তারা নিয়মিত সম্পাদন করে থাকে। তাছাড়া তারা নিয়মিত স্কুল পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ এবং সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণও প্রদান করে থাকে। তবে এইসব কার্যক্রমের মান নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমনঃ হোম ভিজিট, ক্যাসমেন্ট এরিয়া জরিপ যা সরাসরি ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়া ও পুনরাবৃত্তি রোধ এবং স্কুলে উপস্থিতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু এসব বিষয়সমূহ উপেক্ষিত থাকায় শিক্ষার গুনগত মান অর্জন বা সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি বাঁধাগ্রস্থ করছে।

উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনের পক্ষে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব নয় বা তারা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশও করতে পারেন না। গত ১ বছরে তালা উপজেলার শিক্ষা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন এমনকি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট বদলীর বিষয়েও তারা সুপারিশ করেনি । কারণ উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ভয়ে তটস্থ থাকেন যার ফলে মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসন অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছে। সবশেষে বলা যায় যে উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্ব কর্তব্যের যে তালিকা বেঁধে দেয়া হয়েছে তাতে সকলের জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পথে প্রধান বাঁধা যথাঃ নিম্ন ভর্তির হার, পুনরাবৃত্তি, উচ্চহারে ঝরেপড়া, নিম্ন উপস্থিতির হার দূর করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন দায়িত্ব কর্তব্য নেই যদিও বা ক্ষেত্র বিশেষে তাদের সীমিত ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে বিশেষ করে হোম ভিজিট, অধিভূক্ত এলাকা জরিপ ইত্যাদি।

১.২ ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকাঃ

স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ হলো গ্রামীণ এলাকার সর্বপ্রাচীন ও সর্বাধিক পরিচিত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে জনগণের আকাঙ্খা অনেক বেশী। ইউনিয়ন পরিষদ গঠন প্রক্রিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে, ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বছরের প্রথম বা পরবর্তী যে কোন মিটিং-এ শিক্ষা ও গণশিক্ষার বিষয়গুলি পরিচালনার জন্য ষ্টাণ্ডিং কমিটি গঠন করবে। সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদ বিধি বিধান মানার জন্য এই ধরণের ষ্টাণ্ডিং কমিটি গঠন করে থাকে। কিন্তু যেহেতু এ ধরণের ষ্টাণ্ডিং কমিটি পরিচালনার নীতিমালা নেই বা তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ নেই, সে কারণে এই ষ্টাণ্ডিং কমিটির কোন কার্যকরী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না বা ষ্টাণ্ডিং কমিটির কোন সভাও অনুষ্ঠিত হয় না।
উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপজেলা শিক্ষা কমিটি রয়েছে। এই কমিটির প্রধান হলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হলেন সদস্য সচিব। এই কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলঃ এই কমিটির সাথে ইউনিয়ন পরিষদের গঠিত শিক্ষা ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত ষ্টাণ্ডিং কমিটির কোন সম্পর্ক নেই। অন্য দিকে স্কুল পরিচালনার জন্য গঠিত বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথেও ষ্টাণ্ডিং কমিটির কোন প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের বাধ্যতামূলক ১০টি কাজের মধ্যে শিক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত নয় এবং তা ৩৮টি ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্ভূক্ত। স্থানীয় নির্বাচিত পরিষদসমূহ বিশেষভাবে ইউনিয়ন পরিষদ শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

১.৩ জনগণের অংশগ্রহণঃ

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলগুলো ১৯৭৩ সালে সরকারীকরণ করা হয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি বড় ধরণের সিদ্ধান্ত। সকল নাগরিকের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্য সামনে রেখে মূলত সকল প্রাইমারি স্কুলগুলোকে জাতীয়করণের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো কমিউনিটি, ডিষ্ট্রিক বোর্ড বা স্থানীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত হতো। স্কুলগুলোর সাথে সমাজ বা কমিউনিটির সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। মূলত ঐসব স্কুলগুলো কমিউনিটি দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ব্যয়ভার ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও কমিউনিটি বহন করতো। স্কুলগুলো জাতীয়করণ হওয়ার পর ক্রমান্বয়ে জনগণের সাথে প্রশাসনের সম্পর্ক হ্রাস পেতে থাকে এবং কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে দূরত্ব বৃদ্ধির পাশাপশি একদিকে যেমন কমিউনিটির কাছে জবাবদিহিতার সম্পর্ক রইল না অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় সম্পদ সরবরাহের পরিমানও অপ্রতুল হয়ে উঠল।

২. কমনওয়েল্থ এডুকেশন ফাণ্ড (সিইএফ)

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক নীতিকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে গঠিত একটি সমন্বিত আন্তর্জাতিক প্লাটফরমের নাম হলো কমনওয়েল্থ এডুকেশন ফাণ্ড। এই প্লাটফরমের মূল কৌশল হচ্ছে ফলপ্রসু এ্যাডভোকেসি ও ক্যাম্পেইন পরিচালনার লক্ষ্যে নাগরিক সমাজকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করা এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। পৃথিবীর ১৬ টি কমনওয়েল্থ ভূক্ত দেশের সকল শিশুর জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, শিক্ষা সমাপ্তি নিশ্চিত করা ও ছেলে মেয়েদের মধ্যে অসমতা দূর করার সুযোগ সৃষ্টির জন্যে কমনওয়েল্থ এডুকেশন ফাণ্ড কাজ করছে যার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ হচ্ছে ঃ

- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ণ,বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করার জন্য জন-সমাজকে সম্পৃক্ত করা।
- স্থানীয় কমিউনিটিকে সরকারী বাজেট ও তার খরচ মনিটর করতে সক্ষম করে তোলা।
- সকল শিশু বিশেষ করে মেয়ে শিশু এবং খুবই অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা যাতে মান সম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক সমাজ কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ ও তৎপরতাকে সহায়তা দেয়া।

৩. জনঅংশগ্রহণ ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনাঃ

একশন এইড বাংলদেশ-এর মাধ্যমে কমনওয়েল্থ এডুকেশন ফাণ্ডের আর্থিক সহযোগিতায় উত্তরণ ২০০৩ সালের জুলাই মাস থেকে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে এ্যাডভোকেসি ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিতকায় এবং অভিজ্ঞতার আলোকে ২০০৫-২০০৬ সালের বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো জনগণের দ্বারা তৈরীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বাস্তবসম্মত একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

সরকার কর্তৃক তৈরীকৃত প্রস্তাবিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ (এনপিএ-২) এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প -২(পিইডিপি-২) তে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য যে পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে স্থানীয় জনগণের চাহিদার সাথে তা যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়া এটিও অতীতের মত সুদূর প্রসারী ও উচ্চাভিলাসী একটি পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টির প্রতিও তেমন গুরুত্বারোপ করা হয়নি। এমতাবস্থায় উক্ত পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্য কতটা অর্জিত হবে সে বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ। আমরা মনে করি প্রাথমিক শিক্ষার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে যদি স্থানীয় জনগণ ও ইউনিয়ন পরিষদকে যুক্ত করা যায় তাহলে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হবে। এ বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদের সাথে যৌথভাবে একটি কর্মপরিকল্পনা পরিচালনা করা হয় যার উদ্দেশ্য হলো এমন একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি খুজে বের করা যা সরকারী বেসরকারীভাবে বাংলাদেশের অন্যত্র বাস্তবায়নের জন্য বিবেচনাযোগ্য হতে পারে।

৩.১ কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যঃ সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ ও কমিউনিটির পারস্পরিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।

৩.২ উদ্দেশ্য ঃ

- জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ও প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-২ সম্পর্কে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটিকে অবহিত করা।
- জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ এর সম্ভাবনাময় বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করা।
- সম্ভাব্য যে সব বিষয় অর্ন্তভুক্ত বা সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন সেগুলি চিহ্নিত করা।
- স্থানীয় জনগণের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের করনীয়সমূহ নির্ধারণ।
- শিক্ষা প্রশাসনের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা নির্ধারণ ও
- অনগ্রসর শ্রেণী বিশেষ করে হতদরিদ্র.প্রতিবন্ধী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর অবস্থান ও করনীয় নির্ধারণ।

৩.৩ কার্যক্রম এলাকা ঃ

সাতক্ষীরা জেলার অর্ন্তভূক্ত তালা উপজেলার খলিলনগর ইউনিয়নের ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে(ইউনিয়নের সকল স্কুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-০৮টি, রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১২ টি) জনগণের কর্মপরিকল্পনার জন্য অভিমত সংগ্রহ করা হয়। উল্লেখ্য যে অভিমত সংগ্রহের পূর্বে স্কুল সমূহের উপর একটি প্রাথমিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৪. কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ প্রক্রিয়া ঃ

১. এ্যাডভোকেসি গ্রুপ গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন।
২. জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ উপস্থাপন।
৩. জনগণের তৈরী পরিকল্পনা বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সাথে মতবিনিময়।

৪.১ এ্যাডভোকেসি গ্রুপ গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন।

Bulding Community Capacity for Sustainable Primary Education Project টি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে একটি এ্যাডভোকেসি গ্রুপ গঠন করা হয়। জনগণের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়টি মূল প্রকল্পের অন্যতম একটি দিক। এ্যাডভোকেসি গ্রুপের সক্রিয় সহায়তায় জনগণের এই কর্মপরিকল্পনাটি তৈরী করা হয়েছে। এ্যাডভোকেসি গ্রুপের সদস্যদেরকে ষ্টেকহোল্ডার হিসাবেও বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এ্যাডভোকেসি গ্রুপ/ষ্টেকহোল্ডার সদস্যগণ হলেন নিম্নরুপ ঃ

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য।
- অভিভাবক।
- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রী।
- সাংবাদিক।
- ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক ষ্টান্ডিং কমিটির সদস্য ও
- উপজেলা শিক্ষা প্রশাসনের প্রতিনিধি।

এ্যাডভোকেসি গ্রুপের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ঃ

- জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ বিষয়ে শিক্ষার সংগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, ম্যানেজিং কমিটি, অভিভাবক, সাংবাদিক, ইউনিয়ন পরিষদ ও প্রশাসনসহ কমিউনিটির সাথে মতবিনিময়।
- মত বিনিময়ের ভিত্তিতে অর্জনযোগ্য জনগণের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা,ফলোআপ, রিভিউ ও মনিটরিং করা।

এ্যাডভোকেসি গ্রুপ যাতে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে তারজন্য দুই দিনের একটি ওরিয়েনটেশন ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। উক্ত ওয়ার্কশপের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের একটি কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে এ্যাডভোকেসি গ্রুপ ভলেনটিয়ার হিসেবে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে থাকেন।

৪.২ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ উপস্থাপন।

শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টদের মতামত সুসংগঠিত করার জন্য সমগ্র ইউনিয়নকে সুবিধাজনক দশটি স্পটে বিভক্ত করা হয় এবং মতামত সংগ্রহের স্থান হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্কুলসমূহকে নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি স্পটে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল সর্বনিম্ন ৩৫ জন এবং সর্বোচ্চ ৪৫ জন। অংশগ্রহণকারীদের ধরণ হলোঃ শিক্ষক,ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, এসএমসি, ইউপি শিক্ষা ষ্টাণ্ডিং কমিটির সদস্য, এলাকার বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, শিক্ষা প্রশাসনের প্রতিনিধি, হতদরিদ্র, প্রতিবন্ধী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতিনিধিরা। মতামত বিনিময় সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ

১. সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা।
২. প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ।
৩. শিবরাম আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা।
৪. প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-২।
৫. জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ উপস্থাপন ও এ বিষয়ে মতামত গ্রহণ।
৬. হতদরিদ্র,প্রতিবন্ধী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর সমস্যা ও করনীয় নির্ধারণ ও
৭. স্থানীয় জনগণের সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ।

৪.২.১ মতামত বিনিময় সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ঃ

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা হয় এবং ৯০ এর দশকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। বর্তমানে মিলিনিয়াম লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য মান সম্মত শিক্ষা অর্জন। বাংলাদেশ সরকার মিলিনিয়াম লক্ষ্য পূরণের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পন-২ নামে একটি পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে। অতীতে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যত পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে প্রত্যাশার তুলনায় ফলাফল তেমন অর্জিত হয়নি।

কাঙ্খিত ফলাফল অর্জিত না হওয়ার পিছনে বহুবিধ কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলোঃ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব প্রদান না করা, সমাজের অনগ্রসর বিশেষ করে হতদরিদ্র, প্রতিবন্ধী ও অন্ত্যজ শ্রেনীর মানুষদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতা এবং বাস্তবতাবর্জিত কর্মসূচী গ্রহণ প্রভৃতি। এসব বিষয়ের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যাতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হয় সেই লক্ষ্যে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। একশন এইড বাংলাদেশ এর মাধ্যমে কমনওয়েলথ এডুকেশন ফাণ্ড এই কাজে সহযোগিতা করছে।

৪.২.২ প্রাথমিক শিক্ষার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ঃ

প্রাচীন বাংলা থেকে শুরু করে মুসলিম আমল, ইংরেজ আমল, পাকিস্তান আমল ও সর্বশেষ স্বাধীন বাংলাদেশে গত ৩৫ বছরে নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এর উন্নতিকল্পে গঠিত হয়েছে নানা কমিশন ও কমিটি; প্রণীত হয়েছে নানা নীতি ও কৌশল। এখানে বৈদিক যুগ, মুসলিম আমল, ইংরেজ ও পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে গৃহীত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রধান প্রধান নীতি, কার্যক্রম, কর্মসূচী ও কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের সারমর্ম তুলে ধরা হলো। এতে করে এ্যাডভোকেসি এ্যাক্টরগণ ইতিহাসের আলোকে বর্তমানের জন্য ইস্যু নির্বাচন করতে পারবেন।

সময়কাল	শিক্ষার ধরণ
আদি যুগ	বৈদিক যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল গুরুকেন্দ্রিক ও ধর্মভিত্তিক। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঁচ থেকে বার বছর পর্যন্ত গুরুগৃহে অবস্থান করতে হতো। কিন্তু শুদ্র শ্রেণীর শিশুদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার ছিল না। পরবর্তীতে বৌদ্ধ যুগে শিক্ষার মূল বিষয় ছিল জ্ঞানানুশীলন,স্বাস্থ্য গঠন, ধর্ম-দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি।
মুসলিম আমল	১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের পর বাংলার প্রথম মুসলিম সুলতান বখতীয়ার খিলজী বহু মসজিদ,মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এগুলো তখনকার আমলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব পালন করতো। উইলিয়াম এডামের রিপোর্টে (১৮৩৫-১৮৩৯) দাবি করা হয় যে, ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে এক ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। এ সময় বাংলা ও বিহারে একলক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু ছিল। প্রতি গ্রামে কমপক্ষে একটি হিসাবে প্রতি ৪০০ জনে একটি বিদ্যালয় চালু ছিল। স্কুলে যাওয়ার বয়স ছিল ৫- ১৪ বছর। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা দুটি স্তরে বিভক্ত ছিল। প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তর। প্রাথমিক স্তরে মুসলমানদের জন্য মক্তব বা কোরআন স্কুল এবং হিন্দুদের জন্যে পাঠশালা ছিল। তবে পাঠশালায় অন্য ধর্মাবলম্বীরাও লেখাপড়া করতো। উচ্চ স্তরে যথাক্রমে মাদ্রাসা ও টোল নামে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হতো না। শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অবৈতনিক, তবে শিক্ষকগণ নিয়মিতভাবে অভিভাবকদের কাছ থেকে সাহায্য পেতেন। বলা হয়ে থাকে, প্রাক-ব্রিটিশ আমলে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত ছিল। তুর্কী ও মুঘল আমলে ফরাসী ভাষা সরকারী অফিস আদালতে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বাংলা ভাষার চর্চা ছিল ব্যাপক। হিলেয়ার বেলকের মতে, 'খলিফা শাসিত আমলে এই অঞ্চলে লেখা পড়ার যতটা চর্চা ছিল, সেসময় কনস্টানটিনোপল শহরেও ততটা ছিল না।' পাঠশালায় সাধারণত সকল ধর্মের, বর্ণের ও শ্রেণীর বিদ্যার্থীরা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেত। প্রধানত জনগণের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতো ও পরিচালিত হতো। পাঠশালায় বাংলা ব্যাকরণ, ভাষা ও গণিত পড়ানো হতো। এই পাঠশালার পাঠ্যক্রম ছিল তুলনামূলকভাবে উৎপাদনমুখী ও অধিক বাস্তবসম্মত যা মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম ছিল। পাঠশালায় ছাত্রদের পাঠদানের সময়সূচী স্থানীয় জনগণের চাহিদা অনুসারে পরিচালিত হতো। তাছাড়াও পাঠ্যক্রম তৈরীতেও রাষ্ট্রের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ছিল না।
ব্রিটিশ ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা	১৮৩৪ সালে লর্ড মেক্‌লে শিক্ষা কমিশনের সভাপতি হিসেবে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে তার সুপারিশ 'নিম্নগামী পরিস্রাবণ নীতি' পেশ করেন। বলাই বাহুল্য উপনিবেশিক সরকার তার সুপারিশ গ্রহণ করে। এতে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গতি আরও ব্যাহত হয়। ১৯১০ ও ১৯১২ সালে গোখলে রাজকীয় আইন সভায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করেন। যদিও তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়নি, কিন্তু তা জনগণের মধ্যে শিক্ষা

সময়কাল	শিক্ষার ধরণ
	সম্পর্কে চেতনা বিস্তারে সবিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশ যুগের ক্রান্তিলগ্নে ১৯৪৪ সালে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার যুদ্ধোত্তর পুর্নগঠনের জন্যে সার্জেন্ট কমিশনের রিপোর্ট প্রণীত হয়। এই রিপোর্টে ৬ বছরের নিচের বয়সী শিশুদের জন্যে ঐচ্ছিক নার্সারী স্কুল এবং ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের জন্যে আট বছর মেয়াদী অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রস্তাব করা হয়। এ রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর শিক্ষার্থীরা যাতে মাধ্যমিক শিক্ষা কিংবা কারিগরি শিক্ষায় যেতে পারে, সেজন্যে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়। তবে তিন বছরের মাথায় দেশ বিভাগ হওয়ায় এই রিপোর্ট কার্যকর হয়নি।
পাকিস্তান আমলের প্রাথমিক শিক্ষা	১৯৪৭ - এ ভারত -বিভাগের পর ১৯৩০- এর আইন পরিমার্জন করে ১৯৫১ সালে একটি নতুন আইন পাশ করা হয়। এই আইন অনুসারে নির্বাচিত কয়েকটি ইউনিয়নে পাঁচ হাজার স্কুলে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয় এবং তা মাত্র দু'বছর চালু থাকে। এই আইনের উল্লেখযোগ্য দু'টি সাফল্য হলো - ১৯৫২ সাল থেকে চার বছরের স্থলে পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্তরে শিশুদের জন্যে বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৫১ সালে প্রবর্তিত নতুন আইনের অধীনে সারা দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়, মক্তব এবং মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার প্রাথমিক শাখায় একই শিক্ষাক্রম চালুর আদেশ জারি করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ের সকল ধরণের বিদ্যালয়ের জন্যে বিষয় নির্ধারণ করে প্রত্যেক বিষয়ে পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। ১৯৫৫ সালে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় আশা পোষন করা হয় যে, পরবর্তী ২০০০ সালের মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে যা আজ অবধি সম্ভব হয়নি। ১৯৫৪ সালে প্রস্তাব করা হয়েছিল শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত হবে ১ঃ৪০। কিন্তু আজও তা সম্ভব হয়নি।
বাংলাদেশ আমল	১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য বেসরকারী স্কুলগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়। ক্রমাগত বরাদ্ধ বাড়ানো হয়। কিন্তু তাতে শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত করা যায়নি; গরীব ও প্রান্তিক জনগোষ্টিকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। তবে বিদ্যালয় সরকারীকরনের ফলে শিক্ষকদের বেতন ভাতাদি বৃদ্ধিসহ চাকুরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে কতকগুলো সমস্যা দেখা দেয়। যেমনঃ শিক্ষকদের চাকুরির নিশ্চয়তা বিধানের ফলে তাদের জবাবদিহিতা কমে যায় এবং বিদ্যালয়ের সংগে সমাজের সম্পৃক্ততা অনেকখানি হ্রাস পায়; ফলে ব্যবস্থাপনার সমস্যা দেখা দেয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা আইন তৈরী হয়েছে; তৈরী হয়েছে অনেক পরিকল্পনা কিন্তু ম্যাকলের প্রস্তাবিত নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতির কুফল ও ঞযবড়ৎু ড়ভ ঊীপষঁংরড়হ থেকে এ জাতি আজও মুক্ত হতে পারেনি।

৪.২.৩ শিবরাম আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা ঃ

কমনওয়েল্থ এডুকেশন ফান্ডের আর্থিক সহযোগিতায় উত্তরণ তালা উপজেলার ৪৭ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি টিম স্কুলটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন টিমে যারা ছিলেন তারা হলেনঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা ১২জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা ৮জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কমিউনিটি শিক্ষক-শিক্ষকা ৬ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সদস্য ৫জন,ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ১জন,অভিভাবক ১জন,জনপ্রতিনিধি ১জন,উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন ৩ জন,শিক্ষার্থী ৩ জন,সাংবাদিক ১ জন,উত্তরণ এর শিক্ষা কর্মসূচীর সমন্বয়কারী ১ জন,সিইএফ কর্মকর্তা ২ জন। আমরা যা দেখলাম তা হলোঃ

১৯১৬ সালের তৎকালীন জমিদার সুনীতি বালা দেবী ও দেবনাথ গং স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন এবং এলাকার নাম অনুসারে নামকরণ করা হয় শিবরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়। তখন স্থানীয় শিক্ষিত লোকের অভাবে দূর দূরান্ত থেকে পণ্ডিতবর্গ এসে শিক্ষাদান করেছেন। বাড়ি বাড়ি চাল উঠিয়ে তাদের বেতন পরিশোধ করা হতো। আবার কখনও কখনও কারও বাড়িতে শিক্ষকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে লেখাপড়া চালানো হতো। প্রথমে বিদ্যালয়টি ছিল অনেক দূরে। বিষয়টি জমিদারের গোচরীভূত করলে তিনি বর্তমান জায়গায় বিদ্যালয়টি স্থানান্তর করেন। প্রথমে একটি ভাঙ্গা ঘরে এবং পরবর্তীতে একটি টিনের ঘরে শিক্ষা কার্যক্রম চলত। ১৯৭৩ সালে জাতীয়করণের পর দক্ষিণমুখো টিনশেড দালানটি নির্মান করা হয়। কিন্তু অব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে ভবনটি হয়ে পড়েছিল জীর্ন-শীর্ণ। সেখানেই কোন রকমে লেখা-পড়ার কাজ চলত। ১৯৮৪ সালে বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোঃ নুরুল আলম সাহেব এই বিদ্যালয়ে

প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। সেদিন এই বিদ্যালয়ে ছিল ইট খসে পড়া, দেয়াল ধ্বসে পড়া, জানালা-দরজা বিহীন তিনটি কক্ষ। তাঁর যোগদানের পূর্বে সেখানে নামে মাত্র দুইজন শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। বিদ্যালয়ের চারিদিক ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ,অপসংস্কৃতি ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের আখড়া। তিনি যোগদানের পর এলাকার সকল মানুষকে সহযোগিতার আহবান জানালেন। সকলেই তার ডাকে সাড়া দিলেন এবং শুরু হলো বিদ্যালয়ের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে শিক্ষা দান। অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, চলতে থাকে অভিভাবক ও এসএমসির সাথে আলোচনা। প্রথমে এলাকার স্বার্থান্বেষী মহল তাঁর সকল কাজের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরোত্তর অসাধারণ কৃতিত্ব, সাধারণ মানুষের সমর্থন এবং মেধা ও ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানে অশুভ শক্তি।

বহু বাঁধা বিপত্তির মধ্যেও তার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভাল রেজাল্ট করেই চলেছে। এই বিদ্যালয় থেকে তাঁর শিক্ষকতা জীবনে কখনও পাঁচজনের কম বৃত্তি পায়নি। ১৯৮৫ সালের বৃত্তি পরীক্ষায় উপজেলার সব ক'টি কোটা ছিনিয়ে আনে তারঁ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ঐ বছরই তিনি 'জাতীয় শ্রেষ্ঠ' শিক্ষক হিসাবে পুরস্কৃত হন।

৯০ এর দশকে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয়,প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও ইউনিসেফের উদ্যোগে ৮ টি সফল বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে " আমাদের স্কুল" নামে প্রতিবেদন মূলক একটি বই প্রকাশ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিদেশে পাঠানো হয়। অত্র বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড বইটির প্রথমেই স্থান পায়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে একটি সমবায় সমিতি চালু আছে। এই সমিতির আয়ের ২৫% বিদ্যালয়ের নানাবিধ উন্নয়নে ব্যয় করা হয়ে থাকে। উক্ত সমবায় সমিতিটি সরকার কর্তৃক বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ সমিতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ পর্যন্ত এসএমসি-এর দুজন সদস্য শ্রেষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছেন। বিভিন্ন দিক থেকে স্কুলের অসামান্য সফলতার জন্য প্রধান শিক্ষক ষ্টাডি ট্যুরে চীন সফরের সুযোগ পান। বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় বিদ্যালয়টির কার্যক্রম নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

স্কুলের বৈশিষ্ট্য ঃ

- স্কুলে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বিদ্যমান।
- শ্রেনীকক্ষে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষনীয় ছবি সম্বলিত আনন্দঘন শিক্ষনীয় পরিবেশ ।
- শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের সাহস ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য রয়েছে শিক্ষার্থীদের দ্বারা পাঠ উপস্থাপন ব্যবস্থা।
- স্কুলের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রতিদিন সকাল ও বিকালে মোট দুইবার ঝাড়ুদাররা স্কুল চত্বর,স্কুল সংলগ্ন রাস্তা,খেলার মাঠ,শ্রেনীকক্ষ পরিষ্কার করে।
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এসএমসি,পিটিএ ও অভিভাবকদের মধ্যে সু-সম্পর্ক।
- ছাত্র-ছাত্রীরা সেনিটেশন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা নিয়ে নিজ বাড়ী ও প্রতিবেশীদের মধ্যে নিয়মিত সচেতনতা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
- কাজের শেষে অভিভাবকগণ স্কুলের মাঠে বসে গল্প করেন,টিভি দেখেন এবং পত্রিকা পড়েন এবং রাত ৯ টায় পড়া শেষে বাচ্চাদের নিয়ে বাড়ী যান।
- প্রয়োজনীয় উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান।
- সহজ ও সাবলীল ভাষায় শিক্ষাদান।
- মূল্যায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থা খুবই স্বচ্ছ।
- প্রয়োজনীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ (প্রধান শিক্ষকের উদ্যোগে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ)।
- ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসার জন্য একটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক আছে যেখানে স্থানীয় উদ্যোগে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পল্লী চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। এছাড়া সপ্তাহে একদিন ও বিশেষ বিশেষ দিনে উপজেলা হাসপাতালে কর্মরত একজন মেডিকেল অফিসার ও কমিউনিটি ক্লিনিকের উপসহকারী চিকিৎসক চিকিৎসা ব্যবস্থা তদারকী করেন। বিভিন্ন সময়ে আলোচনার মাধ্যমে সেনিটেশন,স্বাস্থ্য সম্মত পানীয় জল ব্যবহার,বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন সময়ে শিশুদের স্যালাইন তৈরী ,কৃমি ও টীকা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়ে থাকে এবং মাসে একবার ওজন মাপা যন্ত্র দিয়ে শিশুদের ওজন পরিমাপ করা হয়।
- শিশুদের মনোবিকাশ ঘটাতে এবং সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলে প্রতিবছর বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। এছাড়াও প্রতি তিন মাস পরপর দীপশিখা নামক দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়।
- বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য স্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় দীপশিখা ছাত্রাবাস তৈরী করা হয়। যেখানে ২২০ জন শিক্ষার্থীর থাকার ব্যবস্থা আছে।

- বিজ্ঞান,গল্প,উপন্যাস, জীবনী প্রভৃতি শিশু উপযোগী প্রায় ৪০০০ বই আছে লাইব্রেরীতে। এছাড়াও নানা রকম শিশু পত্রিকা,পেপার নিয়মিত সংগ্রহ করা হয়। সরকারী ও স্থানীয় উদ্যোগে বই সংগ্রহ করা হয়।
- বিদ্যালয়ে একটি কল্যান সমিতি গঠন করা হয়েছে যা সমাজ সেবা কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত। সমিতির আয়ের ২৫% স্কুলের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজে ব্যয় হয় এবং ৭৫% সদস্যদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়।
- বিদ্যালয়ে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত একটি সমবায় সমিতি আছে। যা বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এই সমিতির মাধ্যমে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন রকম আয়মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
- স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন শিক্ষা ষ্টান্ডিং কমিটির সদস্যরা মাঝে মাঝে স্কুল পরিদর্শন করেন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করেন।
- এসএমসির সদস্যদের ২/৩ জন প্রতিদিন অন্তত একবার স্কুল পরিদর্শন করেন।
- সভাপতি প্রতিদিন স্কুলে আসেন এবং সকাল ৭ টা হতে ১০টা এর বেশীরভাগ সময় স্কুলে অবস্থান করেন।
- ২০০৪ সালে গঠিত বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যই এসএসসি পাশ এবং তারা ঐ স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী।
- সকল কমিটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ আছে।
- খেলার মাঠ
- বিভিন্ন ধরণের সহপাঠক্রম যথাঃ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, খেলাধূলা, এ্যাসেম্বলী, কাব, এনসিসি, কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে ইত্যাদি।
- স্কুলে নিয়মিত আর্ট ও সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।
- বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা উপকরণ।
- বিভিন্ন নামের সাথে শ্রেণীকক্ষের নামকরণ
- কৃত্রিমভাবে তৈরী করা বিভিন্ন শৈল্পিক কারুকার্যের মাধ্যমে ভৌগলিক কক্ষে পাহাড়-পর্বত, নদী, সাগর,আগ্নেয়গিরি, শহর, গ্রাম, বন্দর, ঝরনা, বন, মরুভূমি এবং মডেল কর্ণারে বাঘ, সিংহ, হাতী, হরিণ,ঘোড়া, জেব্রা, গরু, ছাগল, বিভিন্ন পাখি ইত্যাদি।
- ফুলের বাগান এবং বিভিন্ন স্থানে রয়েছে সারিবদ্ধভাবে ফুলের টব। এছাড়াও রয়েছে সারিবদ্ধভাবে বিভিন্ন ফলজ ও ঔষধী গাছ।
- বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক।
- কমিউনিটি কর্তৃক কমিউনিটি শিক্ষক সরবরাহ।
- শিক্ষার্থীদের সাপ্তাহিক,মাসিক ও বছরে দুটি পরীক্ষা এবং বছর শেষে একটি বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া হয়।

স্থানীয় উদ্যোগসমূহ ঃ

- অধিকাংশ আসবাবসমূহ স্থানীয় জনগণ সরবরাহ করেছে।
- সিংহভাগ অবকাঠামো স্থানীয় অনুদান দ্বারা নির্মিত।
- টেলিভিশন,রেডিও, মোবাইল ফোন,বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতি স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত।
- ৫৩ জন কমিউনিটি শিক্ষক।
- সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সকল যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে।

স্কুলের কৃতিত্ব ঃ

- এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৯০২জন শিক্ষার্থী শিক্ষারত আছে।
- ৬+ শিক্ষার্থী ভর্তির হার ১০০%।
- শিক্ষার্থীর দৈনিক গড় উপস্থিতি ৯৫ %
- পাশের হার ৯৫ %।
- ১৯৮৪ সাল হতে ২০০৪ পর্যন্ত ৯৮জন ট্যা ন্টপুলে এবং ৪৩ জন সাধারণ গ্রেডে সর্বমোট ১৪১ জন ছাত্র-ছাত্রী এই
- বিদ্যালয় হতে বৃত্তি পেয়েছে।
- এ পর্যন্ত বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থী ৬০% এর উপর নম্বর পেয়ে আসছে।
- ২০০৫ সালে ১০৫ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পরীক্ষা অংশগ্রহণ করবে।
- শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উপজেলা,জেলা,বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে পুরষ্কৃত হয়েছে।
- শিবরাম আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এলাকায় গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে স্কুলটি স্বাবলম্বী। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য।

৪.২.৪ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিইডিপি- ২)

২০০৩-২০০৮ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিইডিপি-২) নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করেছে। বিগত কার্যক্রমসমূহের সফলতা ব্যর্থতার আলোকে এটি প্রণীত হয়েছে বলে দাবী করা হয়। এ প্রকল্পের দুটি উদ্দেশ্যঃ

- প্রাথমিক স্কুলে অভিগম্যতা ও স্কুল সমাপনী হার বৃদ্ধি করা ও
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষা লাভের গুনগত মান অর্জন করা।

প্রকল্পভূক্ত উল্লেখযোগ্য কাজ ঃ

- ১৫০০০ গভীর নলকূপ স্থাপন।
- ১৫০০০ নতুন টয়লেট নির্মান (শিক্ষক কক্ষের সাথে)।
- ৩৫০০০ নতুন শিক্ষক নিয়োগ ।
- ৯০০০০ নতুন পুরাতন শিক্ষককে সিএনএড (পিটিআই) সম্পন্ন করা।
- ৮৫৮০০০ এসএমসি সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৫৪ টি পিটিআই, ৪৯১ টি ইউআরসি (উপজেলা রিসোর্স সেন্টার), ৬৪ টি ডিপিইও(জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস),
- উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা।
- জাতীয়ভাবে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠান।
- ১০০০ সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ।
- শিক্ষকদের জন্য বেসিক-ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ।
- শিক্ষকদের জন্য বিষয় ভিত্তিক বেসিক-ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ মোট ১৫৬০০০ জন।
- ১৫০০০ স্কুলে ৩০০০০ নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মান (ষ্টোরেজ সুবিধাসহ)।
- ৮০০০ নতুন প্রধান শিক্ষককে ৫ দিনের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ।
- নতুন শ্রেণীকক্ষ-এর জন্য আসবাবপত্র প্রদান।
- স্কুল ব্যবস্থাপনা ও একাডেমিক সুপারভিশন বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা,সরকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রধান শিক্ষকদের ৭ দিনের প্রশিক্ষণ মোট অংশগ্রহণকারী ৪০০০০।
- ৪৯১ উপজেলা শিক্ষা অফিসে হিসাব রক্ষক নিয়োগ।
- এসএমসির দায়িত্ব-কর্তব্য রিভিউ (পুনঃ পরীক্ষা)।
- ৪৯১ উপজেলা শিক্ষা অফিস বর্ধিত ও মেরামত।
- স্কুল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা।
- উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা।
- শ্রেণীকক্ষে স্টোরেজ সুবিধা প্রদান (৫০০০০ আলমীরা প্রদান, ২০০৬-০৭ এর মধ্যে ১৫০০০ স্কুলে)।
- স্কুল ভবন মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ৬০০০০ স্কুলে সাপোর্ট ফাণ্ড নামে একটি তহবিল সৃষ্টি ও প্রয়োজন অনুসারে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র প্রদান (৮০০০০০ জোড়া বেঞ্চ,১৬৫০০০ চেয়ার, ১১২০০০ টেবিল)।

৪.২.৫ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ উপস্থাপন ও এ বিষয়ে মতামত গ্রহণ ঃ

২০০০ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব শিক্ষা ফোরামের দ্বিতীয় সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে ৬টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রাসমূহ হলোঃ

- সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুসহ সকল শিশুর প্রাক-প্রাথমিক ও শৈশবকালীন শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন।
- নারী শিশু,সংখ্যালঘু শিশু ও সংঘাতময় পরিস্থিতির শিকার এমন ধরণের শিশুসহ সকল শিশুর জন্যে ২০১৫সালের মধ্যে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক ও মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সকল শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের শিক্ষা চাহিদা নিশ্চিত করতে বুনিয়াদি,জীবনঘনিষ্ট ও সামাজিক শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করা যেন সেখানে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।
- ২০১৫ সালের মধ্যে বিশেষত নারীসহ সকল বয়স্ক সাক্ষরতার হার অন্তত ৫০ ভাগে উন্নীত করা এবং বুনিয়াদি ও তৎপরবর্তী শিক্ষায় বয়স্কদের অংশগ্রহণের প্রাথমিক সুযোগ নিশ্চিত করা।
- ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিদ্যমান ছেলে-মেয়েদের সকল বৈষম্য দূরীকরণ; সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্রে ২০১৫ সালের মধ্যে ছেলে-মেয়েদের সমতা অর্জন; এবং তা অর্জনে সকল নারীর জন্যে মানসম্পন্ন ও বুনিয়াদি প্রাথমিক শিক্ষায় পূর্ণ ও সুষম প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ।
- শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং এ সংক্রান্ত সকল কাজে উৎকর্ষ সাধন যাতে সবার পক্ষে অন্ততঃ সংখ্যা গণনা ও পাঠের মতো বাহ্য ও মাপযোগ্য শিক্ষাগত কুশলতা অর্জন সম্ভব হয়।

ঘোষিত এই লক্ষ্যমাত্রা যাতে অর্জিত হতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ সরকার অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সবার জন্য শিক্ষা, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ নামে একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করে যা এখনও চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়ার অপেক্ষায়। উল্লেখ্য যে তিনটি ধাপে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ (এনপিএ-২) এর লক্ষ্য ঃ

খসড়া জাতীয় কর্মপরিকল্পনা -২ তে সরকারের পক্ষ থেকে এই আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে যে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে আগামী ১০/১২ বছরের মধ্যে দেশে একটি **'জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর সুদক্ষ সমাজ'** প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছাবে এবং তারা নিজেদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময় ও চর্চায় আগ্রহী হবে। এ সমাজের প্রতিটি মানুষ কারিগরি বিদ্যায় হবে পারদর্শী। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ তার কারিগরি দক্ষতা প্রয়োগ করে সমাজকে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার উপযোগী করে গড়ে তুলবে।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ (এনপিএ-২) এর উদ্দেশ্য ঃ

- আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক ধারা অনুসরন করে মূলত পরিবার ও এলাকাভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে সবচেয়ে অসহায়,অনগ্রসর শিশুদের জন্য প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা বিষয়ে সুসংগঠিত,সমন্বিত কর্মসূচী প্রণয়ন করা।

- সকল প্রাথমিক শিক্ষা উপযোগী বয়সের শিশু, বিশেষ করে মেয়ে প্রতিবন্ধী,যারা কঠিন পরিস্থিতিতে বসবাস করছে ও সংখ্যালঘু জাতি-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে,তাদেরকে মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার জন্য সক্ষম করে তোলা।

- শিক্ষাকেন্দ্র গুলোতে ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ের মধ্যে বর্তমান যে মোটামুটি সমতা আছে তা বৃদ্ধি করা।

- মৌলিক শিক্ষার আনুষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানিক ধারার মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য তূল্যতা ও মানদণ্ড (ঈড়ৎব ড়ভ বয়ঁরাধষবহপব) প্রতিষ্ঠা ; আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান; সরকারী শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসরকারী সংস্থা ও সাধারণ জনগণ এবং ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত শিক্ষা কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্যতান প্রতিষ্ঠা করা। যারা মূলধারায় যোগ দিতে ও শিক্ষা কর্মসূচী অব্যাহতভাবে চালিয়ে নিতে ইচ্ছুক অথবা একধারা থেকে অন্য ধারায় যোগ দিতে ইচ্ছুক তাদের জন্য সেই সুযোগ সৃষ্টি করা। এতে করে উপ-আনুষ্ঠানিক ধারা ও আনুষ্ঠানিক ধারার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের অদল বদল বা ট্রান্সফার হওয়ার বিষয়টি সহজ হবে।

প্রধান প্রধান কার্যক্রম ঃ

উপযুক্ত একটি সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

- প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা (ECCE)
- স্থানীয় ব্যবস্থাপনা ও জন অংশগ্রহণ
- শিক্ষার্থী মূল্যায়ন
- বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি
- নিয়মিত উপস্থিতি,শিক্ষা সমাপ্তকরণ ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন প্রচলন ও
- প্রতিবন্ধী ও আদিবাসী শিশুদের সমান সুযোগ সৃষ্টি

সবার জন্য শিক্ষা ঃ

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ নামে খসড়া পরিকল্পনাটির মূল বিষয় নিয়ে ইন্টার‍্যাকশন একটি ফ্লিপ চার্ট তৈরী করেছে যা সহজবোধ্য এবং জনসচেতনতামূলক। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ বিষয়ে জনগণের প্রতিক্রিয়া ও অভিমত সংগ্রহের জন্য এ ফ্লিপচার্টটি ব্যবহার করা হয়। ফ্লিপচার্টে যে বিষয়গুলি স্থান পায় তা হলোঃ

স্বপ্ন ও লক্ষ্য ঃ

- গুনগত শিক্ষার জন্য আনন্দময় স্কুল;
- সমাজে জ্ঞানের অনুশীলন ও বিস্তার;
- কৃষি কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার;
- পণ্য বাজার জাতকরণে কারিগরি দক্ষতার ব্যবহার।

প্রস্তাবিত কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

- ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক ধারায় পরিবার ও কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- নয় কক্ষ বিশিষ্ট একটি আদর্শ স্কুল ভবন,৩৫০ বর্গমিটার স্কুলের আয়তন ও ৫০ বর্গমিটার আয়তন সম্পন্ন ক্লাসরুম।
- স্কুল সংলগ্ন খেলার মাঠ,ছেলে মেয়েদের আলাদা টয়লেটসহ বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা।
- কম্পিউটারসহ লাইব্রেরী সুবিধা নিশ্চিত করা যেখানে শিশুদের উপযোগী প্রচুর বই থাকবে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে শিশু শ্রেণীর ব্যবস্থা করা।
- দুই শিফ্‌ট তুলে এক শিফ্‌ট চালু করা।
- প্রাকৃতিক বা অন্য কারণে বিদ্যালয় ক্ষতিগ্রস্থ হলে বিদ্যালয় মেরামত কিংবা আবারো তৈরীর জন্য আকস্মিক ব্যয়ভার নির্বাহে তহবিলের ব্যবস্থা রাখা।
- মারধর নয়, বরং শিক্ষার্থীদের সাথে ভাল আচরণ করা এবং শিক্ষার্থী ভাল কাজ করলে তাকে প্রশংসা করার মাধ্যমে উৎসাহিত করা।
- শিক্ষকগণ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে লেখা পড়া করাবেন অর্থাৎ শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষা-শিখন পদ্ধতিতে ক্লাস পরিচালনা নিশ্চিত করা।
- জ্ঞানের পাশাপশি আচরণগত পরিবর্তনসহ দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ।
- শিক্ষার্থীদের বিনা পয়সায় টেক্সটবুক,ড্রইং খাতা,ওয়ার্কবুক,পেন্সিল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- প্রতিদিন ক্লাসে টিফিনের ব্যবস্থাসহ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বছরে ১ সেট পোশাক দেয়া।
- প্রতিটি ক্লাসে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বোচ্চ ৪০ জনের বেশি না রাখা।
- শিক্ষাকে আনন্দদায়ক ও কার্যকর করার জন্য দেয়াল চার্ট.গ্লোব,মডেল ইত্যাদি সহায়িকা সামগ্রীসহ পর্যায়ক্রমে টেলিভিশন,ভিসিডি/ভিসিপি,ওএইচপি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী বৃত্তি চালু রাখাসহ স্যাটেলাইট ও ফিডার স্কুলে ছাত্রী বৃত্তি চালু করা।
- অগ্রগতি মূল্যায়ন কার্ড প্রদান করা।
- ৩ মাস পরপর মূল্যায়নের পর বার্ষিক মূল্যায়ন।
- অভিভাবকদের সাথে ফলাফল নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা ও পরামর্শ করা।
- দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের চিহ্নিত করা এবং তাদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেয়া।
- পঞ্চম শ্রেণী শেষে প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং সফল শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট দেয়া।
- আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের মূল ধারায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

- খেলা-ধুলার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষাকে আনন্দদায়ক ও কার্যকর করার জন্য সহায়ক উপকরণসহ আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি করা।
- এসএমসিকে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন করে সংগঠিত করে সংগঠিত করা এবং ক্ষমতা প্রদান করা।
- এসএমসিতে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি রাখা।
- নিয়মিত স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা করা।
- জনঅংশগ্রহণবৃদ্ধির জন্য উঠান বৈঠকের আয়োজন করা।
- জন-অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য র‍্যালি,মাইকিং ও পোষ্টার লাগানো।
- স্থানীয় সংগঠন,প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা ও চালু রাখা।
- দেশব্যাপী সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচার অভিযান
- অব্যাহত রাখা।
- শিশুর যত্ন ও বিকাশ বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি।
- দরিদ্র,আদিবাসী ও প্রতিবন্ধী শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।
- শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।
- সহায়ক শিখন উপকরণ(ব্লক,পাজেল,খেলনা ইত্যাদি) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন শিক্ষা প্রদান।
- শিক্ষক,সহায়ক ও কমিউনিটি ওয়ার্কারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি।

জনগণের প্রতিক্রিয়া ঃ

সাধারণভাবে অংশগ্রহণকারীরা জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা -২ এর আওতাভূক্ত বিষয়সমূহের উপর ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে। তবে উল্লেখিত ঐসব বিষয়সমূহ কতটুকু বাস্তবায়িত হবে সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা সন্দিহান। পরিকল্পনার মধ্যে এমনও অনেক বিষয় আছে যা উচ্চাভিলাসী। যেমনঃ নয় কক্ষ বিশিষ্ট স্কুল, প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটার প্রদান প্রভৃতি। জনঅংশগ্রহণ, অনগ্রসর শ্রেনীর সুবিধা প্রদান, এসএমসির ক্ষমতাবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে কার্যকরী কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে কিনা সে

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ কে সমৃদ্ধ করার জন্য সুপারিশসমূহ ঃ

- একমুখী শিক্ষা নীতি চালু করতে হবে।
- বিভিন্ন ধরণের স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে বেতন বৈষম্যে সমতা আনতে হবে।
- সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতি চালু করতে হবে।
- প্রাইমারী এডুকেশন ক্যাডার চালু করতে হবে।
- প্রতিটি স্কুলে একজন দপ্তরী একজন নৈশ প্রহরী থাকতে হবে।
- মহিলা শিক্ষকদের বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর জন্য স্কুলে ফিডিং কক্ষ নির্মান করতে হবে।
- মহিলা শিক্ষকদের আবাসনের কাছে পোষ্টিং দিতে হবে।
- প্রশাসনিক কাজের জন্য একজন করনীক থাকতে হবে।
- শ্রেণীভিত্তিক সাধারণ জ্ঞান ও গ্রামার বই থাকতে হবে।
- স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠনে সংশ্লিষ্ট এমপি এর পরিবর্তে উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন এর দায়ীত্বে থাকতে হবে এবং
- রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত কমিটি করতে হবে।
- লাইব্রেরীর জন্য আলাদা কক্ষ থাকতে হবে।
- বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মান করতে হবে।
- ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে।
- জনগণের অংশগ্রহণমূলক কর্মকান্ডকে জোরদার করতে হবে।
- শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বছরে কমপক্ষে চারবার অভিভাবক সমাবেশ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- চতুর্থ শ্রেণীর বিশেষ বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৬ হতদরিদ্র, প্রতিবন্ধী ও অন্ত্যজ শ্রেণীর সমস্যা ও করনীয় নির্ধারণ

হতদরিদ্র ঃ

সমস্যা	করনীয়
অর্থনৈতিক সমস্যা	কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা ও ক্ষুদ্র ঋন সরবরাহ করা।
অসচেতনতা	প্রয়োজনীয় মা সমাবেশ,অভিভাবক সভা ও উঠান বৈঠক করা।
পরিবারের সদস্য বেশী	পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে ভালভাবে বুঝানো।
পুষ্টিহীনতা	স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্কুলে দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করা।
শিক্ষকগণ দরিদ্র ছেলেমেয়েদের প্রতি গুরুত্ব কম দেন	শিক্ষকগণ দরিদ্র ছেলেমেয়েদের প্রতি গুরুত্ব বেশী দেবেন এবং বিষয়সসমূহ ভালভাবে বুঝিয়ে দিবেন।
নিরক্ষরতা	পিতা-মাতাদের জন্য সাক্ষরতার ব্যবস্থা করা।
বাড়ীতে শিক্ষনীয় পরিবেশ নেই	অভিভাবক সভার মাধ্যমে এলাকার সকলকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহী করা এবং এলাকায় যেন শিক্ষার পরিবেশ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
দরিদ্র জনগণের মতামত প্রকাশের সুযোগ নেই	মিটিং ও বিভিন্ন বৈঠকে দরিদ্র জনগণের মতামত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।
দরিদ্রতার কারণে তাদের মন সবসময় সংকুচিত থাকে	বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাদেরকে কথা বলার মত সহজ পরিবেশ তৈরী করে দেয়া।
সমাজের কাছ থেকে সম্মান পায়না	এলাকার মানুষকে সচেতন করা।

প্রতিবন্ধী ঃ

সমস্যা	করনীয়
শিক্ষা দান বিষয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নাই	শিখন প্রক্রিয়া আলাদা করতে হবে।
স্কুল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ নাই।	স্কুল ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নাই।	শিক্ষকদের প্রতিবন্ধী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
প্রতিবন্ধীদের প্রতি উপেক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গী।	প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভুতিও সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করা।
প্রতিবন্ধীদের চলাচলের সহায়ক উপকরণের অভাব।	যে যে ধরণের প্রতিবন্ধী তাকে সে ধরণের উপকরণ সরবরাহ করা।
পারিবারিক সহযোগিতার অভাব	পরিবারকে সচেতন করা।

অন্ত্যজ শ্রেণী ঃ

সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণী বলতে তাদেরকেই বোঝানো হয় যারা সামাজিক মর্যাদায় সবার নীচে, সবার পিছে। এদেরকে দলিত,হরিজন বা তফসিলভূক্ত নিম্নশ্রেণী হিসেবে গন্য করা হয়। এরা কঠোর বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথার শিকার। এদের সাথে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়না বা সামাজিকভাবে মেলামেশা করে না। এরা একদিকে সমাজিক ভাবে যেমন মর্যাদাহীন অন্যদিকে আর্থিকভাবেও অস্বচ্ছল। শিক্ষা গ্রহণে এরা সবথেকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টি। আমাদের কর্ম এলাকায় এধরণের জনগোষ্টির বসবাস উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরণের জনগোষ্টি রয়েছে। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হিন্দুঃ ঋষি, কাওরা, হাড়ি, ডোম, যুগি, নমশুদ্র, পঞ্চক্ষত্রিয়, রাজবংশী প্রভৃতি। মুসলমানদের মধ্যে রয়েছেঃ কারিকর, বেহারা, নিকারী, শিকারী, মহলদার, হাজাম, বাজনদার প্রভৃতি। এছাড়া এলাকায় বুনো ও মুণ্ডা নামে দুটি আদিবাসী সম্প্রদায় আছে।

অন্ত্যজ শ্রেণীর সমস্যা	করনীয়
অন্ত্যজ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রী, কমিউনিটি এমনকি শিক্ষকরাও নিচু দৃষ্টিতে দেখে।	শ্রেণী ভেদাভেদ ভুলে সকলকে মানুষ হিসাবে দেখার জন্য সচেতনতা প্রদান।
পদদলিত শ্রেনী হিসেবে অন্ত্যজদের মন সব সময় সংকুচিত থাকে।	বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণের জন্য সহজ ক্ষেত্র তৈরী করে দেয়া।
অর্থনৈতিক সমস্যা	কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা ও ক্ষুদ্র ঋন সরবরাহ করা।
অসচেতনতা	প্রয়োজনীয় মা সমাবেশ,অভিভাবক সভা ও উঠান বৈঠক করা।
পরিবারের সদস্য বেশী	পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে ভালভাবে বুঝানো।
পুষ্টিহীনতা	স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্কুলে দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করা।
নিরক্ষরতা	পিতা-মাতাদের জন্য সাক্ষরতার ব্যবস্থা করা।
বাড়ীতে শিক্ষনীয় পরিবেশ নেই	অভিভাবক সভার মাধ্যমে এলাকার সকলকে শিক্ষার প্রতি উৎসাহী করা এবং এলাকায় যেন শিক্ষার পরিবেশ থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৪.২.৭ স্থানীয়ভাবে জনগণের সহযোগিতার ক্রেসমূহ চিহ্নিতকরণ ঃ

প্রতিটি স্কুলকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যা হবে জনগণের স্কুল। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন স্থানীয় জনগণকে স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত করা এবং স্কুল উন্নয়নে স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগানো। এটি মোটেই দুরূহ ও কঠিন কাজ নয়, এর জন্য প্রয়োজন সংগঠিত উদ্যোগ।স্কুল উন্নয়নে সম্ভাব্য যে সব সম্পদ স্থানীয়ভাবে সরবরাহ করা সম্ভব তার একটি সম্যক চিত্র তুলে ধরা হলো।

ক্রম	স্থানীয় সম্পদ	যাদের দ্বারা সম্পাদিত হবে
১	ফুলের বাগান তৈরী, ফলজ ও ঔষধী বৃক্ষ রোপন	শিক্ষক,শিক্ষার্থী
২	কাব স্কাউট ও বি এনসিসি জোরদার	শিক্ষক,শিক্ষার্থী
৩	শ্রেনীকক্ষ ও ছাত্রাবাস নির্মান	এসএমসি ও ইউ পি

ক্রম	স্থানীয় সম্পদ	যাদের দ্বারা সম্পাদিত হবে
৪	অভিভাবক সমাবেশ	শিক্ষক ও এসএমসি
৫	স্কুলের আসবাব সামগ্রী	স্থানীয় জনগণ ও ইউপি
৬	সাংস্কৃতিক শিক্ষক নিয়োগ	এসএমসি
৭	১০০% ছাত্র/ছাত্রী হাজিরা নিশ্চিত করা	শিক্ষক,এসএমসি
৮	প্রতি ক্লাসে ভাল রেজাল্ট অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীদের ও তাদের মাদের পুরস্কৃত করা	এসএমসি ও ইউ পি
৯	শ্রেণী ভিত্তিক মা সমাবেশ	শিক্ষক,এসএমসি
১০	কেডসসহ ১০০% ইউনিফরম নিশ্চিত করা	অভিভাবক, এসএমসি ও ইউপি
১১	বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও শিক্ষা সফর করা	শিক্ষক,এসএমসি
১২	জাতীয় দিবসগুলো যথাযথভাবে উদযাপন	শিক্ষক,এসএমসি,অভিভাবক
১৩	শাখা ভিত্তিক শ্রেণী ব্যবস্থাপনা চালু করা	শিক্ষক,এসএমসি
১৪	সমবায় ভিত্তিক দোকান চালু করা	এসএমসি
১৫	স্কুল সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করা	এসএমসি,অভিভাবক ও ইউ পি
১৬	বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা	এসএমসি ও ইউ পি
১৭	এসএমসি,শিক্ষক ও উন্নয়ন কমিটির নামে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা	এসএমসি ও শিক্ষক
১৮	হোম ভিজিট ও উঠান বৈঠক নিয়মিত করা	শিক্ষক ও এসএমসি
১৯	সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম,খেলা-ধুলার সরঞ্জাম,বই পত্র সংগ্রহ	স্থানীয়ভাবে
২০	খেলার মাঠ সংস্কার ও প্রাচীর নির্মান	স্থানীয়ভাবে ও ইউপি
২১	কমিউনিটি শিক্ষক সম্প্রসারণ	এসএমসি ও স্থানীয় জনগণ
২২	আয়মূলক কার্যক্রম পরিচালনা	এসএমসি
২৩	টয়লেট ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারন	এসএমসি ও স্থানীয় জনগণ
২৪	স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও সুপেয় পানি	ইউপি
২৫	চতুর্থ শ্রেণীর বিশেষ বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা ও বৃত্তি প্রদান	শিক্ষক,এসএমসি ও ইউপি

৫. জনগণের কর্মপরিকল্পনা-২০০৬

ক্রম	স্থানীয় সম্পদ	যাদের দ্বারা সম্পাদিত হবে	যে সময়ের মধ্যে
১	ফুলের বাগান তৈরী, ফলজ ও ঔষধী বৃক্ষ রোপন	শিক্ষক,শিক্ষার্থী ও এসএমসি	জানু-ডিসেম্বর
২	কাব স্কাউট ও বি এনসিসি জোরদার	শিক্ষক,শিক্ষার্থী	প্রতিমাসে ১ বার
৩	শ্রেনীকক্ষ ও ছাত্রাবাস নির্মান	এসএমসি ও ইউ পি	জানু-ডিসেম্বর
৪	অভিভাবক সমাবেশ	শিক্ষক ও এসএমসি	জানু-ডিসেম্বর
৫	স্কুলের আসবাব সামগ্রী	স্থানীয় জনগণ ও ইউপি	জানু-ডিসেম্বর
৬	সাংস্কৃতিক শিক্ষক নিয়োগ	এসএমসি	জানুয়ারী

ক্রম	স্থানীয় সম্পদ	যাদের দ্বারা সম্পাদিত হবে	যে সময়ের মধ্যে
৭	প্রয়োজনীয় কমিউনিটি শিক্ষক সম্প্রসারণ	এসএমসি ও স্থানীয় জনগন	জানুয়ারী
৮	১০০% ছাত্র/ছাত্রী হাজিরা নিশ্চিত করা	শিক্ষক,এসএমসি	জানু-ডিসেম্বর
৯	প্রতি ক্লাসে ভাল রেজাল্ট অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের ও তাদের মাদের পুরস্কৃত করা	এসএমসি ও ইউ পি	বছরে ৩ বার
১০	শ্রেণী ভিত্তিক মা সমাবেশ	শিক্ষক,এসএমসি	দুইমাস পরপর
১১	কেডসসহ ১০০% ইউনিফরম নিশ্চিত করা	অভিভাবক,এসএমসি ও ইউপি	জানুয়ারী
১২	বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও শিক্ষা সফর করা	শিক্ষক,এসএমসি	জানু-ডিসেম্বর
১৩	জাতীয় দিবসগুলো যথাযথভাবে উদযাপন	শিক্ষক,এসএমসি ও ইউপি	জানু-ডিসেম্বর
১৪	শাখা ভিত্তিক শ্রেণী ব্যবস্থাপনা চালু করা	শিক্ষক,এসএমসি	জানু-ডিসেম্বর
১৫	স্কুল সংস্কার এবং সম্প্রসারণ করা	এসএমসিও ইউ পি	জানু-ডিসেম্বর
১৬	বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান	এসএমসি ও ইউ পি	বছরে ১ বার
১৭	এসএমসি,শিক্ষক ও উন্নয়ন কমিটির নামে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা	এসএমসি ও শিক্ষক	জানু-ডিসেম্বর
১৮	হোম ভিজিট ও উঠান বৈঠক নিয়মিত করা	শিক্ষক ও এসএমসি	জানু-ডিসেম্বর
১৯	সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম,খেলা-ধুলার সরঞ্জাম,বই পত্র সংগ্রহ	স্থানীয়ভাবে	জানু-ডিসেম্বর
২০	খেলার মাঠ সংস্কার ও প্রাচীর নির্মান	এসএমসি ও ইউপি	জানু-ডিসেম্বর
২১	আয়মূলক কার্যক্রম পরিচালনা	এসএমসি	জানু-ডিসেম্বর
২২	টয়লেট ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারন	এসএমসি ও ইউপি	জানু-ডিসেম্বর
২৩	স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও সুপেয় পানি	ইউপি	জানু-ডিসেম্বর
২৪	চতুর্থ শ্রেণীর বিশেষ বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা ও বৃত্তি প্রদান।	শিক্ষক,এসএমসি ও ইউপি	জানু-ডিসেম্বর

৬. জনগণের তৈরী পরিকল্পনা বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সাথে মতবিনিময়।

গত এপ্রিল থেকে আগষ্ট'০৬ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫ মাস ধরে বিভিন্ন স্থানে মতামত বিনিময় সভার মাধ্যমে প্রাপ্ত কর্মপরিকল্পনা একত্রিকরণ করা হয়। সভার উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত একত্রিকরণ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এ্যাডভোকেসি গ্রুপ খলিলনগর ইউনিয়ন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সাথে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন তালা উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব আবুহেনা মোস্তফা কামাল ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সদস্য, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির প্রায় সকল সদস্য এবং সিইএফ কর্মকর্তাগণ। উক্ত মতবিনিময় সভায় খলিলনগর ইউনিয়নকে প্রাথমিক শিক্ষায় মডেল হিসাবে গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত সদস্যগণ তৈরীকৃত খসড়া কর্মপরিকল্পনার ভাষাগত সামান্য সংযোজনসহ সকল বিষয়ে একমত পোষন করেন। খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদের অস্থায়ী কার্যালয়ে পিপিএ অনুমোদন করার জন্য সভার আয়োজন করা হয়। সভাতে ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা,খলিলনগর ইউনিয়নের ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা, এসএমসি, এ্যাডভোকেসি গ্রুপের সদস্য, সাংবাদিক,ইউনিয়ন শিক্ষা ষ্টান্ডিং কমিটির সদস্যগণ এবং সিইএফ কর্মকর্তাগণ। সভার শুরুতেই চেয়ারম্যান উপস্থিত সকলকে জনগণের কর্মপরিকল্পনা তৈরী এবং আজকের সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। সভাতে জনগণের কর্মপরিকল্পনা পাঠ করে শোনানো হয় এবং সকলে এ বিষয়ে একমত পোষন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদ জনগণের এই কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের চেয়ারম্যান জানান যে অনুমোদিত এই পরিকল্পনা সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌছে দেয়া হবে। পরিষদের পক্ষ থেকে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক ষ্টান্ডিং কমিটিকে শক্তিশালী করা হবে এবং সকল কর্মকাণ্ডের সাথে প্রশাসনকে যুক্ত করা হবে। তিনি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমিটিকে অবহিতকরণ ঃ

উত্তরণ ট্রেনিং সেন্টারে খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত জনগণের কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে অবহিত করার লক্ষ্যে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন তালা উপজেলার নির্বাহী অফিসার, তালা উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির প্রায় সকল সদস্যবৃন্দ। অবহিতকরণ সভায় জনগণের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের পেক্ষাপট,পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জনগণের কর্মপরিকল্পনা পাঠ করে শোনানো হয়।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ তৈরীকৃত জনগণের কর্মপরিকল্পনা এর প্রশংসা করে বলেন উত্থাপিত কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নযোগ্য এবং এটি যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন সম্ভব হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবাই সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপস্থিত সকলকে এই মর্মে অনুরোধ করেন যে খলিলনগর ইউনিয়নের অনুরূপ জনগণের কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নে অন্যান্য ইউনিয়নকেও উৎসাহিত করতে হবে। তিনি বলেন খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদ জনগণকে যুক্ত করে যদি এ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে তা হলে সেটি বাংলাদেশের জন্য একটি মডেল হতে পারে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে এবং উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৭. কেস ষ্টাডিঃ খলিলনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

কমিউনিটির ভূমিকা ঃ ১৯০৫ সালে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার খলিলনগর ইউনিয়নে খলিলনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত স্কুলটি এক শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুল ছিল। স্কুলের পাঠ্যক্রম,শিক্ষা উপকরণ, ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি নির্ধারণে শিক্ষক ও কমিউনিটি মূল উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতো। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় বিষয়সমূহ কারিকুলামে বা পাঠ্যবিষয়ে অন্তরর্ভুক্ত করার কোন বাঁধা ছিল না। স্কুল প্রতিষ্ঠার তিন দশকের মাথায় স্কুলটি মেরামত ও সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কমিউনিটির উদ্যোগে ৩ দফায় স্কুল মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই ৪৬ বছর এ স্কুলটি স্থানীয় কমিউনিটি কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হতো এবং ১৯৫২ সাল থেকে ৩০ জুন ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ডিষ্ট্রিক বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হতো। স্কুলের জন্যে প্রয়োজনীয় ভূমিদান,ভূমিসংক্রান্ত জটিলতা ও সমস্যা নিরসন, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র-ছাত্রী সংগ্রহ, স্কুলের আসবাবপত্র সরবরাহ,স্কুলঘর মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন,স্কুলের কারিকুলাম ও শিক্ষা উপকরণ যোগান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে কমিউনিটি মূল নিয়ামকের ভূমিকা পালন করতো।

রাষ্ট্রের ভূমিকা ঃ ১ জুলাই ১৯৭৩ সালে খলিলনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যখন সরকারীকরণ করা হয় তখন স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৫ জন। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৬১ জন যার মধ্যে ছাত্রী ছিল ৬১ জন। স্কুলটি ছিল ৫ কক্ষ বিশিষ্ট।। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬১ থেকে বেড়ে ২০০৬ সালে ৩৭৬ জন হওয়া স্বত্তেও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়েনি। পাঠ্যক্রমে চারুকারু,সঙ্গীত ও শরীরচর্চা ইত্যাদি বিষয়গুলো যুক্ত হলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চতর ডিগ্রী সম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া গেলেও শিক্ষক হিসাবে তাদের মোটিভেশনের স্তরটি নিম্নমুখী।
১৯৯২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পর শিক্ষার্থীদের ভর্তির হারের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। সেই সূত্রধরে তাদের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ বাড়তে থাকে। যেমনঃ ক্যাসমেন্ট এরিয়ার ম্যাপ তৈরী,শিশু জরিপ,অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গমন ইত্যাদি। প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার বাড়ানোর জন্যে সরকার ৯০-র দশকে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা ও উপবৃত্তির প্রচলন করে। এই প্রকল্প প্রচলনে অতিরিক্ত কাজ সম্পৃক্ত হয়,যেমনঃ দরিদ্র শিশুদের বাছাই করা,তাদের মধ্যে গম ও উপবৃত্তির টাকা বিতরণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জটিলতার সমাধান করা। সংশ্লিষ্ট কাজে উপজেলা প্রশাসনের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। পাঠ্যক্রমের বাইরে সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নানা সময় নানাভাবে ব্যবহার করে আসছে। যেমনঃ জনসংখ্যা জরিপ,কৃষি জরিপ,জাতীয় সেনিটেশন সপ্তাহ,জাতীয় শিশু ও নারী দিবস,বৃক্ষরোপন সপ্তাহ-এধরণের নানা জাতীয় দিবসগুলোতে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যবহার করে আসছে যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানের সময় বা দিবসের ওপর নেতিবাচক ভূমিকা রাখে। যদিও বিভিন্ন সরকার আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত নীতিমালা কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে সবার জন্য শিক্ষা বা জাতীয় কর্মপরিকল্পনার নামে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তবুও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে ধরণের রাষ্ট্রীয় আয়োজন বা রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন ছিল তা সব সময়ই অনুপস্থিত থেকেছে।
তবে সাম্প্রতিক বছর গুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা ইতিমধ্যে দেশ ও দেশের বাইরে যথেষ্ট পরিমান দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া ভর্তিকৃত ছাত্র ও ছাত্রীর পরিমান প্রায় সমান যা শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছে তবুও উপরোক্ত বিষয়গুলির পাশাপাশি ঝরে পড়া, বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ,পুনরাবৃত্তি এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান পর্যালোচনা করে বলা যায় ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা প্রদান খুবই দুরুহ।

স্কুলের উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের ভুমিকা ঃ এহেন পরিস্থিতিতে উত্তরণ ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় জনগনের অংশিদারিত্ব বৃদ্ধি এবং ইউনিয়ন পরিষদের অধিকতর কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য খলিলনগর ইউনিয়ন পরিষদের সাথে ২০০৩ সাল থেকে কমনওয়েলথ এডুকেশন ফান্ডের সহযোগীতায় সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। এ কার্যক্রমের ফলে খলিলনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটি যে অবদান রেখেছে তা হলোঃ

- স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটির সহযোগিতায় শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য এসএমসিসহ ২৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্কুল উন্নয়ন কমিটি গঠন করেছে।

- স্কুল উন্নয়ন কমিটি স্কুলের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ৭ জন কমিউনিটি শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। যারা স্কুল শুরুর পূর্বে অর্থাৎ সকাল ৬টা হতে ৯টা এবং স্কুল শেষে অর্থাৎ বিকাল ৫ টা হতে ৭ টা পর্যন্ত শিশুদের অতিরিক্ত পাঠদান করে থাকে।
- স্কুলের সকল শিক্ষার্থীর পারফরমেন্স কার্ড প্রস্তুতসহ শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত ফলাফল সকল অভিভাবকদের সামনে উপস্থাপন করে মেধাবী শিক্ষার্থী ও তাদের মা দের পুরষ্কার প্রদান করে থাকে।
- ক্যাসমেন্ট এরিয়ার সকল শিশু স্কুলে আসে। এছাড়াও ক্যাসমেন্ট এরিয়ার বাইরের স্কুল থেকেও অনেক শিশু এই স্কুলে আসে। স্কুলের পাশের হার ৭৬% এবং শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ৯২%।
- স্থানীয় উদ্যোগে স্কুলে টিনের বেড়া দিয়েছে।
- উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন নিয়মিত স্কুলগুলি পরিদর্শন ও মনিটরিং করে থাকেন। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষক,অভিভাবক, এসএমসি ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি স্কুলের সফলতা দেখতে আসেন।
- স্কুলের ৯০% শিশুর ইউনিফরম আছে এবং শিশুরা ২০০৬ সালের কাব স্কাউটে উপজেলা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হয়েছে।
- স্থানীয় জনগন ও স্কুল উন্নয়ন কমিটি নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনসহ কমিউনিটি কার্যক্রম পরিদর্শন ও ফলোআপ করে থাকেন।
- স্থানীয় উদ্যোগে স্কুলের জমিতে চারটি দোকান তৈরী করে ভাড়া দেয়া হয়েছে।
- স্থানীয় উদ্যোগে ৫টি শ্রেণীকক্ষ তৈরী করা হয়েছে যেখানে শিশুদের ছোট ছোট দলে ভাগ হরে লেখা পড়া করানো হচ্ছে।
- স্কুলে ফুলের বাগান,ফলজ ও বনজ বৃক্ষ সারিবদ্ধভাবে লাগানো হয়েছে।
- স্কুলটি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।
- পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা পাশের হার ১০০%।
- ক্যাসমেন্ট এরিয়ার মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫৬ জন,স্কুলে ভর্তি হয়েছে ২৫৬ জন।
- বৃত্তি পেয়েছে ০১ জন, পাশের হার ৯৫ %।
- চতুর্থ শ্রেণীর বিশেষ বৃত্তি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০% বৃত্তি পেয়েছে ০২ জন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নের্তৃত্বে ইউনিয়ন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি ও স্কুল উন্নয়ন কমিটি এবং এসএমসি সকলের সমন্বয়ে বিদ্যালয়ের লেখা পড়ার মান উন্নয়নে মা সমাবেশ,অভিভাবক সমাবেশ র‍্যালি করানো হয়েছে।
- জবা,গাঁদা,টগর,গন্ধরাজ ইত্যাদি ফুলের বাগান আছে এছাড়াও আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, পেয়ারা, লেবু, নিম,মেহগিনি,শিশু,সপেদা,বট,খই,ইত্যাদি গাছ আছে।
- এসএমসি ও স্কুল উন্নয়ন কমিটি স্কুলের লেখা পড়ার মান উন্নয়নে পর্যায়ক্রমে একজন করে সদস্য প্রতিদিন কার্যক্রমে সহায়তা করেন।
- কমিউনিটি শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সিইএফ এর আর্থিক সহায়তায় ও আয়োজনে শিক্ষকদের ৫ (পাঁচ) দিনের মৌলিক প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়াও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাঠদান কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং তাদের শ্রেণী পাঠদান মনিটরিং করা হয় এবং দূর্বল দিক চিহ্নিত করে তা সমাধানের পদক্ষেপ নেয়া হয়।

উপসংহার ঃ

এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন নির্ভর করছে স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণের উপর। স্কুল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রতি স্থানীয় জনগণের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু প্রশাসন কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল বিধায় এটি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। স্কুল কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনগণের মধ্যে মালিকানা বোধ সৃষ্টি করতে হবে। পাশাপশি প্রয়োজন শক্তিশালী ইউনিয়ন পরিষদ।

কমনওয়েল্থ এডুকেশন ফান্ড (সিইএফ)
উত্তরণ
তালা, সাতক্ষীরা।

Design firm : Ankur | Concept & Design : Anjon Sarker Chanchal | Printing : Procharoni Printing Press, Khulna. Ph: 810957